https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রতিবেশী দেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা

অতনু ঘোষ[১]

সারসংক্ষেপ:
ভারত দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী দেশ। এটি পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং শ্রীলঙ্কার সাথে সীমানা ভাগ করে নেয়। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক বরাবরই অস্থির। কাশ্মীর ইস্যু এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে উত্তেজনা থাকলেও ভারত শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য নিরসনে মনোনিবেশ করেছে। চীন সীমান্ত বিরোধের কারণে চীনের সাথে সম্পর্কও জটিল। তবে উভয় দেশই বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংলাপ বজায় রেখেছে। নেপাল সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে ভারতের খুব কাছের একটি দেশ। খোলা সীমান্ত, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান এবং জনগণের মধ্যে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভুটান ভারতের একটি বিশ্বস্ত প্রতিবেশী। উন্নয়ন, বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতের সাথে ভুটানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। দুই দেশ সীমান্ত চুক্তি, বাণিজ্য, জল ব্যবস্থাপনা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করছে। ভারত মিয়ানমারের সাথে নিরাপত্তা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে। শ্রীলঙ্কার সাথেও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বজায় রয়েছে।

সূচকশব্দ: ভারত, নিরাপত্তা, সীমান্ত বিরোধ, দক্ষিণ এশিয়া, পররাষ্ট্রনীতি, পঞ্চশীল নীতি, প্রতিবেশী

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা:

বর্তমানে, ভারত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এশীয় দেশগুলো সাধারণভাবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতা লাভ করে। ফলস্বরূপ, দেশগুলোর জন্য একটি মূল চ্যালেঞ্জ ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামো শক্তিশালী করা। অভ্যন্তরীণ কাঠামো বলতে শিল্প, কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকার গঠন, বাণিজ্য ও ব্যবসা সম্প্রসারণ ইত্যাদির উন্নয়নকে বোঝায়। অভ্যন্তরীণ কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। এইভাবে, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে। ভারত-চীন সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য ১৯৫৪ সালে পঞ্চশীল নীতি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাধীনতার পর, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সাথে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর, জিয়াউর রহমান বিভিন্নভাবে ভারতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেন। নেপাল ও ভুটানের বিভিন্ন নেতা ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ক জোরদার করতে চেয়েছেন। এছাড়াও, শ্রীলঙ্কার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডি. সেনানায়কে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। বর্তমানে, ভারত নিজেকে উন্নত করতে বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করছে। ভারতের চলমান অর্থনৈতিক রূপান্তরকে ঘোষণা করা ভারতের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতির মূল উদ্দেশ্য। ভারত সচেতন, তার দক্ষিণ এশীয় এবং বৃহত্তর প্রতিবেশী, বিশেষ করে চীন ও মিয়ানমারের সাথে ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া ছাড়া ভারতের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব

[১] *স্বাধীন গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, Email: atanughosh.memari@gmail.com*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.77-83
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP.77-83
Received on 21st February, 2026 & Accepted on 23rd February, 2026, Published: 28th February, 2026

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নয়। । যদিও ভারত যদিও প্রথম দিকে ভারতের মূল মনোযোগ ছিল স্থল সীমান্তের ওপর এবং সময়ের সাথে সাথে ভারত মহাসাগরে অঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত - হরমুজ প্রণালী থেকে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত, অথবা আরও বিস্তৃতভাবে, সুয়েজ থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত, যা পারস্য উপসাগর এবং আন্দামান সাগরকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূল, মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডকে স্পর্শ করে। ভারত সরকার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তার 'প্রথমে প্রতিবেশী' নীতি ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভারতের প্রতিবেশী দেশ ও তাদের রাজধানীর তালিকা:

ভারত নয়টি প্রতিবেশী দেশের সাথে স্থল ও জলপথের সীমানা ভাগ করে নেয়। নিচে এই দেশগুলোর নাম, রাজধানী, সীমানার দৈর্ঘ্য এবং সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্যগুলোর তালিকা দেওয়া হলো:

দেশ	রাজধানী	ভারতের সাথে সীমানার দৈর্ঘ্য	সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য / বিবরণ
আফগানিস্তান	কাবুল	১০৬ কিমি (PoK অঞ্চলের সাথে)	লাদাখ (পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বাল্টিস্তানের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ	ঢাকা	৪,০৯৬.৭ কিমি	পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম
ভুটান	থিম্পু	৬৯৯ কিমি	সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম
চীন	বেইজিং	৩,৪৮৮ কিমি	লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ
মিয়ানমার	নেপিডো	১,৬৪৩ কিমি	অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম
নেপাল	কাঠমান্ডু	১,৭৫১ কিমি	উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	৩,৩২৩ কিমি	জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট
শ্রীলঙ্কা	কলম্বো (বাণিজ্যিক), শ্রী জয়বর্ধনপুরা কোট্টে (আইনসভা)	সমুদ্র সীমা	মান্নার উপসাগর এবং পাল্ক প্রণালী দ্বারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন
মালদ্বীপ	মালে	সমুদ্র সীমা	ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে লাক্ষাদ্বীপের নিচে অবস্থিত

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি (India's Neighbourhood First Policy):

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি মূলত প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়। এই নীতির লক্ষ্য হলো ভারতের নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- এটি একটি পররাষ্ট্র নীতি যা ২০১৪ সালে ভারত সরকার চালু করেছিল।
- এর লক্ষ্য হলো দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা।
- এই নীতি পারস্পরিক সুবিধার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এর উদ্দেশ্য হলো প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন শক্তিশালী করা।
- এটি যোগাযোগ (connectivity) উন্নত করা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দারিদ্র্যের মতো সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার ওপর গুরুত্ব দেয়।
- স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সবসময়ই একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল।
- এই নীতি দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক উন্নয়নের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির উদ্দেশ্য:

এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ এশিয়া ও তার বাইরে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা জোরদার করা। একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ প্রতিবেশী অঞ্চল ভারতের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা স্বার্থের জন্য অপরিহার্য। ভারত তার প্রতিবেশীদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের প্রভাব ও লিভারেজ বাড়াতে চায়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা:

১. যোগাযোগ (Connectivity):

ইন্দো-বাংলাদেশ জলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, যা বিশেষ করে বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সাহায্য করেছে।

কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট: ৪৮৪ মিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে মিয়ানমারের সিত্তওয়ে বন্দরকে পূর্ব ভারতের কলকাতার সাথে যুক্ত করা হবে।

রেল পরিষেবা চুক্তি (RSA) ২০০৪: এটি ভারত ও নেপালের মধ্যে রেলপথে পণ্য পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) সদস্যদের সাথে বিভিন্ন সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে।

২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা:

শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভারত-শ্রীলঙ্কা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (ISFTA) দ্বারা পরিচালিত হয়।

ASEAN-ভারত পণ্য বাণিজ্য চুক্তি: এটি আসিয়ান-এর ১০টি সদস্য দেশ এবং ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি।

১৯৯৩ সালের এপ্রিলে সার্কভুক্ত দেশগুলো SAARC অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) স্বাক্ষর করে।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা:

দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই অঞ্চল আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী মৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং খরার ঝুঁকিতে রয়েছে।

দুর্যোগ প্রশমনে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে ভারত নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৪. সামরিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা:

আঞ্চলিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত বিভিন্ন দেশের সাথে সামরিক মহড়ায় অংশ নেয়।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক: বিরোধ, সহযোগিতা এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ:

দক্ষিণ এশিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে এই দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জন্মলগ্ন থেকেই ভারত–পাকিস্তান সম্পর্ক অবিশ্বাস, সংঘাত ও সীমিত সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্ক কেবল দ্বিপাক্ষিক নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

১৯৪৭ সালের বিভাজন ভারত–পাকিস্তান সম্পর্কের মূল ভিত্তি নির্ধারণ করে। বিভাজনের সময় সৃষ্ট মানবিক সংকট, ব্যাপক সহিংসতা এবং বাস্তুচ্যুতি দুই দেশের মানসিকতায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গেই Jammu and Kashmir প্রশ্নটি দুই দেশের মধ্যে প্রধান বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৪৭–৪৮, ১৯৬৫ এবং ১৯৯৯ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সংঘাত ঘটে, যা সম্পর্ককে আরও জটিল করে তোলে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ ভারত–পাকিস্তান সম্পর্কের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়, কারণ এই যুদ্ধের ফলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় এবং পাকিস্তান কৌশলগতভাবে দুর্বল অবস্থানে পড়ে।

ভারত–পাকিস্তান সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিরাপত্তা ও সামরিক বিষয়। কাশ্মীর ইস্যু, সীমান্ত উত্তেজনা এবং সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ এই সম্পর্ককে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করে আসছে। ভারত বারবার অভিযোগ করে যে পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া হয়, অন্যদিকে পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকার করে। ১৯৯৮ সালে উভয় দেশের পারমাণবিক পরীক্ষা দক্ষিণ এশিয়াকে একটি পারমাণবিক উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করে। পারমাণবিক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সরাসরি যুদ্ধ এড়ানো গেলেও, সীমিত সংঘাত ও উত্তেজনা নিয়মিত ঘটে থাকে।

যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যেও ভারত–পাকিস্তান সম্পর্ক পুরোপুরি সংলাপহীন ছিল না। ১৯৭২ সালের শিমলা চুক্তি, ২০০৪ সালের যৌথ সংলাপ প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ব্যাকচ্যানেল কূটনীতি সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি আলোচনার সময় বাস, রেল ও সাংস্কৃতিক বিনিময় শুরু হয়, যা জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করে। তবে প্রতিটি বড় সন্ত্রাসী হামলা বা সীমান্ত সংঘর্ষ এই সংলাপ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে, ফলে সম্পর্ক ধারাবাহিক উন্নয়ন লাভ করতে পারেনি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত–পাকিস্তান সম্পর্ক সম্ভাবনাময় হলেও বাস্তবে সীমিত। রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক সংযোগ পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান মঞ্চ SAARC ভারত–পাকিস্তান দ্বন্দ্বের কারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়ত এবং সংঘাতের সম্ভাবনা কমত।

ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সংগীত ও সংস্কৃতিতে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। ক্রিকেট, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য দুই দেশের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কূটনীতি কখনও কখনও সম্পর্ক উষ্ণ করতে সহায়ক হয়েছে। তবে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রায়ই এই উদ্যোগগুলোর ধারাবাহিকতা নষ্ট করে দেয়।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভারত–পাকিস্তান সম্পর্কের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে কাশ্মীর সমস্যা, সন্ত্রাসবাদ, পারমাণবিক প্রতিযোগিতা, সীমান্ত সংঘর্ষ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী বক্তব্যও এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তির কৌশলগত স্বার্থ সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

ভারত–ভুটান সম্পর্ক:

ভারত ও ভুটান দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যাদের সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা এবং কৌশলগত সমন্বয়ের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ভারতের প্রতিবেশী নীতিতে ভুটান বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ এই সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সংঘাতমুক্ত এবং উন্নয়নমুখী। ভারত–ভুটান সম্পর্ক আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি সফল মডেল হিসেবে বিবেচিত।

ভারত–ভুটান সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৪৯ সালের ভারত–ভুটান মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশ নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতিতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অঙ্গীকার করে। ২০০৭ সালে চুক্তিটির সংশোধন ভুটানের সার্বভৌম সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করে এবং সম্পর্ককে সমতার ভিত্তিতে নতুন মাত্রা দেয়। এই বিবর্তন দেখায় যে ভারত–ভুটান সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে পরিণত ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত–ভুটান সম্পর্ক অত্যন্ত স্থিতিশীল। নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সফর, পরামর্শমূলক বৈঠক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপ পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার করে। ভারত ভুটানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পূর্ণ সম্মান জানায়, আর ভুটান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখে। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাই সম্পর্কের মূল শক্তি।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ভারত–ভুটান সম্পর্কের প্রধান স্তম্ভ। ভারত ভুটানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং উন্নয়ন সহযোগী। বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ সহযোগিতা দুই দেশের সম্পর্ককে কৌশলগত গুরুত্ব দিয়েছে। ভুটানে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ ভারতের বাজারে রপ্তানি হয়, যা ভুটানের রাজস্বের প্রধান উৎস এবং ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তায় সহায়ক। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক ও ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নে ভারতের সহায়তা উল্লেখযোগ্য।

কৌশলগতভাবে ভুটানের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত হিমালয় অঞ্চলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। ভারত–ভুটান সীমান্ত শান্তিপূর্ণ এবং সহযোগিতাভিত্তিক। ২০১৭ সালের ডোকলাম পরিস্থিতিতে দুই দেশের কৌশলগত সমন্বয় পারস্পরিক আস্থার গভীরতা প্রকাশ করে। এই সহযোগিতা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

ভারত ও ভুটানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, শিক্ষা সহযোগিতা এবং পর্যটন মানুষে-মানুষে যোগাযোগকে শক্তিশালী করেছে। বহু ভুটানি শিক্ষার্থী ভারতে অধ্যয়ন করে এবং ভারতীয় পর্যটকেরা ভুটানের পর্যটন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই জনগণভিত্তিক সম্পর্ক রাজনৈতিক ও কৌশলগত বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

আঞ্চলিক সহযোগিতায় ভারত–ভুটান সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। SAARC-এর সদস্য হিসেবে ভুটান আঞ্চলিক শান্তি ও সহযোগিতার পক্ষে অবস্থান নেয় এবং ভারত এই প্রক্রিয়ায় ঘনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে কাজ করে। দ্বিপাক্ষিক সাফল্য আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতার সম্ভাবনাকেও জোরদার করে।

যদিও সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ, তবুও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে—যেমন পরিবেশগত উদ্বেগ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব এবং আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন। তবে পারস্পরিক আস্থা, সংলাপ এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি যৌথ অঙ্গীকার এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে।

ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক:

ভারত ও বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দুটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যাদের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে গভীরভাবে সংযুক্ত। ভারতের প্রতিবেশী নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দুই দেশের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ স্থলসীমান্ত, অভিন্ন নদী ব্যবস্থা এবং অভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতা ও আস্থার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই সময় ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করে। যুদ্ধোত্তর সময়ে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ১৯৭২ সালে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দুই দেশের পারস্পরিক আস্থার একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে, যা পরবর্তী সময়ে কূটনৈতিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও সহযোগিতামূলক। নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সফর, যৌথ কমিশন বৈঠক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপের মাধ্যমে দুই দেশ পারস্পরিক সমস্যার সমাধান করে থাকে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অভিবাসন

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো কূটনৈতিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পারস্পরিক সম্মান ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি এই সম্পর্কের মূল নীতি।

নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ভারত–বাংলাদেশ সহযোগিতা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। সন্ত্রাসবাদ, সীমান্ত অপরাধ এবং চোরাচালান দমনে দুই দেশ যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে যৌথ টহল এবং তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। এই সহযোগিতা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি প্রধান স্তম্ভ। বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে সহযোগিতা জোরদার হয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ রপ্তানি করছে এবং যৌথ অর্থনৈতিক প্রকল্প আঞ্চলিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। এই অর্থনৈতিক সংযোগ দুই দেশের পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি করেছে।

ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি সংবেদনশীল বিষয় হলো অভিন্ন নদীগুলোর জলবণ্টন। গঙ্গা, তিস্তা ও অন্যান্য নদী দুই দেশের কৃষি ও জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গঙ্গা জলচুক্তি একটি সফল সহযোগিতার উদাহরণ হলেও তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এখনও অমীমাংসিত। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা ও নদী ভাঙনের মতো পরিবেশগত সমস্যাগুলো যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে।

যোগাযোগ ও আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধিতে ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সড়ক, রেল ও নৌপথ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বাণিজ্য ও মানুষের চলাচল সহজ হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সংযোগ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ভারতের বিস্তৃত কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে।

ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতিতে গভীর মিল রয়েছে। বাংলা ভাষা দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রধান মাধ্যম। চলচ্চিত্র, সাহিত্য বিনিময়, শিক্ষা ও পর্যটনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। এই মানুষে-মানুষে যোগাযোগ রাজনৈতিক সম্পর্ককে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে SAARC-এর ভেতরে ভারত ও বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও SAARC বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন, তবুও ভারত–বাংলাদেশ সহযোগিতা আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সাফল্য আঞ্চলিক স্তরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

যদিও ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক সাধারণত বন্ধুত্বপূর্ণ, তবুও কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। সীমান্ত হত্যা, অবৈধ অভিবাসন, জলবণ্টন সমস্যা এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা মাঝে মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তবে এই সমস্যাগুলো সংলাপ ও কূটনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মোকাবিলা করা হচ্ছে।

ভারত–চীন সম্পর্ক:

ভারত ও চীন এশিয়ার দুটি প্রাচীন সভ্যতা ও সমকালীন প্রধান শক্তি। বিশ্বের বৃহত্তম দুটি জনসংখ্যার দেশ হিসেবে ভারত–চীন সম্পর্ক কেবল দ্বিপাক্ষিক পর্যায়েই নয়, বরং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলে। ভৌগোলিক নিকটতা, দীর্ঘ সীমান্ত, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং কৌশলগত প্রতিযোগিতা এই সম্পর্ককে জটিল ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

ভারত–চীন সম্পর্কের প্রাচীন ভিত্তি বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। প্রাচীন সিল্ক রুট এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারে দুই সভ্যতার পারস্পরিক যোগাযোগ সুদৃঢ় ছিল। আধুনিক কালে ১৯৫০-এর দশকে ভারত চীনকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং "হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই" স্লোগানের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে সীমান্ত বিরোধ এই সম্পর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯৬২ সালের সীমান্ত যুদ্ধ ভারত–চীন সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে, যার প্রভাব আজও বিদ্যমান।

ভারত–চীন সম্পর্কের সবচেয়ে সংবেদনশীল দিক হলো সীমান্ত বিরোধ। Line of Actual Control (LAC) বরাবর অনির্ধারিত সীমান্ত দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত উত্তেজনার কারণ। Aksai Chin এবং Arunachal Pradesh অঞ্চল নিয়ে মতবিরোধ দীর্ঘদিনের।

২০১৭ সালের ডোকলাম সংঘাত এবং ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষ এই উত্তেজনাকে আরও প্রকট করে তোলে। এই ঘটনাগুলো দেখায় যে সীমান্ত প্রশ্ন এখনো সম্পর্কের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

যুদ্ধ ও সংঘাত সত্ত্বেও ভারত ও চীন কূটনৈতিক সংলাপ বজায় রেখেছে। উচ্চপর্যায়ের সফর, বিশেষ প্রতিনিধির আলোচনা এবং সামরিক কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। উভয় দেশই প্রকাশ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বললেও, বাস্তবে কৌশলগত অবিশ্বাস স্পষ্ট। ভারত চীনের আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধিকে সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে, অন্যদিকে চীন ভারতের বৈশ্বিক ভূমিকা ও কৌশলগত অংশীদারিত্বকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-চীন সম্পর্ক একদিকে সহযোগিতামূলক, অন্যদিকে অসম। চীন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার হলেও বাণিজ্য ঘাটতি ভারতের জন্য একটি বড় উদ্বেগ। প্রযুক্তি, ওষুধ শিল্প ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভারত চীনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত আত্মনির্ভরতা ও সরবরাহ শৃঙ্খল বৈচিত্র্যের উপর জোর দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক সম্পর্কের চরিত্র পরিবর্তন করছে।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মঞ্চে ভারত ও চীন উভয়ই প্রভাবশালী। এশিয়া, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতৃত্ব নিয়ে দুই দেশের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা রয়েছে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ এবং ভারতের নিজস্ব সংযোগ কৌশল এই প্রতিযোগিতার উদাহরণ। একই সঙ্গে উভয় দেশ আন্তর্জাতিক মঞ্চে সহযোগিতাও করে, যেমন বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফোরামে যৌথ অংশগ্রহণ।

আঞ্চলিক সহযোগিতায় ভারত ও চীনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। BRICS এবং Shanghai Cooperation Organisation-এর মতো মঞ্চে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করে। এই সহযোগিতা দেখায় যে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও পারস্পরিক স্বার্থে সমন্বয় সম্ভব।

ভারত-চীন সম্পর্কের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে সীমান্ত বিরোধ, কৌশলগত অবিশ্বাস, আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা। পাশাপাশি প্রতিবেশী অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক:

ভারত ও নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার দুটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যাদের সম্পর্ক ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল ও মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে গভীরভাবে সংযুক্ত। হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত হলেও ভারত-নেপাল সম্পর্ক সীমান্তের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ চরিত্র ধারণ করেছে। ভারতের প্রতিবেশী নীতিতে নেপালের অবস্থান কৌশলগত ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশে ভারত ও নেপালের পারস্পরিক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি দুই দেশের সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করে। এই চুক্তি মুক্ত চলাচল, বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতার পথ সুগম করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-নেপাল সম্পর্ক সাধারণত বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও সময়ে সময়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর এবং সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। ভারত নেপালের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে সমর্থন জানালেও, নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে কখনও কখনও সমালোচনা দেখা যায়। তবুও নিয়মিত কূটনৈতিক সংলাপ দুই দেশের সম্পর্ককে সচল রাখে।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো উন্মুক্ত সীমান্ত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলে দুই দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই যাতায়াত, বসবাস ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। লক্ষ লক্ষ নেপালি নাগরিক ভারতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং ভারতীয় নাগরিকরাও নেপালে ব্যবসা ও পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত। এই মানুষে-মানুষে যোগাযোগ ভারত-নেপাল সম্পর্কের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত নেপালের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন সহযোগী। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নেপালের বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে যৌথ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দুই দেশের জন্যই লাভজনক। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ খাতে ভারতের সহায়তা নেপালের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

কৌশলগত দিক থেকে নেপাল ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে হিমালয় অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। ভারত-নেপাল সহযোগিতা সীমান্ত নিরাপত্তা, চোরাচালান দমন এবং সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে। নেপালের ভূগোল ভারতের উত্তর সীমান্ত নিরাপত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, ফলে পারস্পরিক আস্থা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

যদিও উন্মুক্ত সীমান্ত সম্পর্কের একটি ইতিবাচক দিক, তবুও সীমান্ত সংক্রান্ত কিছু বিরোধ রয়েছে। কালাপানি, লিপুলেখ ও সুস্তা অঞ্চলের সীমান্ত প্রশ্ন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এই বিরোধ জাতীয়তাবাদী আবেগকে উসকে দিয়েছে এবং কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছে। তবে সংলাপ ও কূটনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে উভয় দেশই মনে করে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ভারত-নেপাল সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। SAARC-এর সদস্য হিসেবে উভয় দেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতা বৃদ্ধির পক্ষে। যদিও আঞ্চলিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা SAARC-এর কার্যকারিতা কমিয়েছে, তবুও ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে সীমান্ত বিরোধ, নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা, বহিঃশক্তির প্রভাব এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসের কিছু দিক। গণমাধ্যম ও জাতীয়তাবাদী বক্তব্যও কখনও কখনও সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংযত কূটনীতি ও পারস্পরিক সম্মান অপরিহার্য।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

উপসংহার:

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক নৈকট্য, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য এবং কৌশলগত স্বার্থ ভারতকে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করে রেখেছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সহযোগিতা ও সংঘাত—এই দুইয়ের মধ্যেই বিকশিত হয়েছে। এই সম্পর্কগুলোর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যেখানে পারস্পরিক আস্থা ও সংলাপ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে, সেখানে সহযোগিতা, বাণিজ্য ও জনগণভিত্তিক যোগাযোগ সম্পর্ককে শক্তিশালী করেছে। আবার সীমান্ত বিরোধ, নিরাপত্তা উদ্বেগ, সন্ত্রাসবাদ এবং ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে। তবুও ভারত তার প্রতিবেশী নীতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সম্মান এবং সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সবশেষে বলা যায়, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক কেবল পররাষ্ট্রনীতির একটি অংশ নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। বাস্তববাদী কূটনীতি, সংলাপের ধারাবাহিকতা এবং পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে ভারত যদি তার প্রতিবেশী নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবে একটি সহযোগিতামূলক ও স্থিতিশীল দক্ষিণ এশিয়া গঠনের পথ সুগম হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Admiral (Retd.) Arun, P. (2013). *Maritime security of India: Future challenges,* institute of defence studies and analysis.
2. Agrawal, Subhash (2007),— Emerging donors in international development assistance: the India case‖, IDRC.
3. Bari, A. (2017). *Our oceans and the blue economy: Opportunities and challenges.* 10th International Conference on Marine Technology,
4. Baruah, A. (2018). "*India and Its Neighbours: Challenges and Opportunities.*" Journal of South Asian Studies, 41(2), 215–230.
5. Boeger, C. (2014). *What is maritime security?* (pp. 159–164) Department of Politics and International Relations, School of Law and Politics, Cardiff University, Park Place 65–68, Cardiff, Wales CF103AS, UK.
6. Bose, S. (2015). *India's Neighbourhood Policy: Perceptions and Strategy.* New Delhi: Oxford University Press.
7. Cohen, S. P. (2013). *Shooting for a Century: The India–Pakistan Conundrum.* Washington D.C.: Brookings Institution Press.
8. Das, R. (2019). "*India–Bangladesh Relations: Issues of Water, Trade and Security."* Economic and Political Weekly, 54(7), 52–59.
9. Malone, D. M., Mukherjee, R., & Mahbubani, K. (2015). *India and the World: Essays on Geopolitics and Foreign Policy.* New Delhi: Oxford University Press.
10. Ministry of External Affairs. (2022). *India's Neighbourhood First Policy. Government of India,* New Delhi.
11. Mohan, C. Raja. (2017). *Modi's World: Expanding India's Sphere of Influence.* New Delhi: HarperCollins India.
12. Online Web: https://idsa.in/keyspeeches/ *Maritime Security Of India Future Challenges.* Retrieved on October 16, 17.
13. Pant, H. V. (2016). "*India's Regional Policy in South Asia."* International Affairs, 92(3), 645–661.
14. SAARC. (2021). *Charter and Regional Cooperation Framework.* Kathmandu.
15. United Nations. (2020). *UN Reports on Regional Peace and Security in South Asia.* New York.

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431